কালের কণ্ঠ

তারিখ ..27 FEB 2016...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...২.....

অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্বে বিপথে পথ শিশুদের স্কুল 'প্রথম সূর্য'

রফিকুল ইসলাম ▷

রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছিন্নমূল শিশুদের তুলে এনে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে কয়েকজন তরুণের হাত ধরে ২০১০ সালের এপ্রিলে চালু হয় 'প্রথম সূর্য' স্কুল। শুরুতে উদ্যোক্তারা নিজেদের অর্থেই স্কুলটি পরিচালনা করেন, পরে সাহায্যের হাত বাড়ায় কয়েকটি দাতা সংস্থা। জাপানি এক দাতা সংস্থার অর্থে রাজধানীর উত্তরার রানাভোলা এলাকায় ১৮টি মেয়ে শিশুর জন্য গড়া হয়েছে শেল্টার হোম। সেখানে পথশিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক ও স্বনির্ভরতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

তবে আর্থিক দ্বন্দ্বে পথ হারাতে বসেছে স্কুলটি। উদ্যোক্তা ও স্বেচ্ছাসেবীরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। 'প্রথম সূর্য' স্কুলের নাম পাল্টে রাখা হয়েছে 'হাসিমুখ'। উদ্যোক্তাদের অভিযোগ, তাঁদের বিতাড়িত করে স্কুলটির একটি অংশ পরিচালনা করছেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

জানা যায়, বেসরকারি, অলাভজনক, অরাজনৈতিক, স্বেচ্ছামূলক ও দাতব্য সংস্থা হিসেবে ২০১২ সালের ২১ জুন সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন অব সোসাইটির অধীনে (সংগঠন নিবন্ধন) নিবন্ধন পায় 'প্রথম সূর্য ফাউন্ডেশন'। ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছেন সাত ব্যক্তি। এর আগেই ২০১০ সালের ৮ এপ্রিল চালু হয় 'প্রথম সূর্য' স্কুল। স্কুলটি দেখিয়ে ফাউন্ডেশনের নিবন্ধন হয়। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী নিয়ে স্কুলটি পরিচালনা করতেন উদ্যোক্তাদের একজন নাসির উদ্দিন বিশ্বাস। অন্য উদ্যোক্তারা অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। কয়েক বছর চলার পর ফাউন্ডেশনের নামে আসা অর্থের স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্যোক্তা নাসির উদ্দিন বিশ্বাস ও স্বেচ্ছাসেবী ডা. এ এইচ এম ফাহাদ, নুসরাত একা, মেহনাজ জাকির প্রমি, আবু রায়হান, এইচ এম নাসির, জোবাইদা শারমিন ও জুলকারের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এই দ্বন্দ্ব থেকেই স্কুলটি ভাগ হয়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবীরা উদ্যোক্তা নাসিরকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করেন। বর্তমানে স্কুলটি কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীই পরিচালনা করছেন।

নাসির উদ্দিন বিশ্বাস অভিযোগ করে বলেন, 'কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবী আধিপত্য ও স্থানীয় প্রভাব দেখিয়ে স্কুলটি দখল করেছে। শুরুতে আমরা নিজেদের অর্থেই স্কুলটি পরিচালনা করলেও পরে কয়েকটি দাতা সংস্থা অর্থায়ন শুরু করে। এই অর্থের ভাগ ও স্কুল পরিচালনার মূল কমিটিতে স্থান পেতে চাচ্ছিল স্বেচ্ছাসেবীরা। কিন্তু তা না দেওয়ায় এখন জোর করে স্কুলটি দখল করা হয়েছে।'

তবে স্বেচ্ছাসেবীদের দাবি, 'নাসির উদ্দিন স্কুলের নামে আসা টাকা নয়ছয় করেছেন। কোন দাতা সংস্থা থেকে কত টাকা এসেছে এর হিসাব দেননি তিনি। হিসাব চাইতে গেলেও খারাপ আচরণ করেছেন। কাজেই আমরা স্বেচ্ছাসেবীরাই স্কুল পরিচালনা করছি।'

সূত্র জানায়, মূলত নাসিরের হাত ধরেই ২০১০ সালের এপ্রিলে স্কুলটির যাত্রা। সেই সময় পরীবাগ এলাকায় কয়েকজন মাদকাসক্ত শিশুকে দেখে তাদের পড়ানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন নাসির। শিশুরাও আগ্রহ দেখায়। ছয়জন পথশিশুকে নিজের অর্থে বই কিনে দিয়ে রাস্তার ওপর পড়ানোর মধ্য দিয়ে ২০১০ সালের ৮ এপ্রিল প্রথম সূর্য স্কুলটির যাত্রা শুরু। পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকলে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও কয়েকজন উদ্যমী তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যোগ দেন। এখন স্কুলটিতে শিক্ষার্থী হিসেবে রয়েছে শতাধিক পথশিশু।

সূত্র জানায়, প্রথম দিকে উদ্যোক্তাদের নিজেদের অর্থেই স্কুলটি পরিচালিত হলেও ফাউন্ডেশনের নিবন্ধন পাওয়ার পর বেশ কিছু দাতা সংস্থাও সাহায্য দেয়। প্রথমে জাপানের একটি কনস্ট্রাকশন কম্পানি প্রথম সূর্য স্কুলের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে দুই লাখ টাকা দেয়। এরপর আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। সর্বশেষ ২০১৪ সালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 'ভ্রাম্যমাণ স্কুল' নামে প্রায় চার কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাতিল হয়ে যায়। আবারও কয়েক কোটি টাকার একটি অনুদান আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে স্কুলটি নিয়ে শুরু হয় দ্বন্দ্ব। মূল উদ্যোক্তাকে সরিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের একাংশকে নিয়ে স্কুলটি পরিচালনা করছেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

নাসির উদ্দিন বিশ্বাস কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নুসরাত একা নামের এক স্বেচ্ছাসেবী স্কুলটিতে দাতা হিসেবে প্রবেশ করেন। মাঝে মাঝে বড় কোনো অনুষ্ঠানে কিছু টাকা অর্থায়ন করতেন। কিন্তু ক্রমেই আধিপত্য দেখিয়ে ও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবীকে সঙ্গে নিয়ে এখন তিনি স্কুলটি কবজায় নিয়েছেন। আমি স্কুলটি শুরু করলেও এখন তারা দখল করে নিয়েছে।'

টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ প্রসঙ্গে নাসির উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, 'স্কুলের নামে যেসব টাকা এসেছে সব কিছুরই হিসাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীদের কয়েকজন পরিচালনা পর্ষদে ঢুকতে চেয়েছিল। তাদের না নেওয়ায় অনেক কথা বলছে। প্রভাব দেখিয়ে স্কুলও দখল করেছে।'

তবে নুসরাত একা নামের ওই স্বেচ্ছাসেবী বলেন, 'নাসির উদ্দিনের প্রতি সব স্বেচ্ছাসেবীর ক্ষোভ ছিল। কারণ আর্থিক বিষয়ে সে স্বচ্ছ ছিল না। স্বেচ্ছাসেবীরা কোনো সুবিধা ছাড়াই এখানে পড়াতে আসত। কিন্তু নাসির উদ্দিন স্কুলটিকে ব্যবসা বানিয়ে ফেলেছে। অনুদানেরও কোনো হিসাব ছিল না।'

আরেক স্বেচ্ছাসেবী ডা. এ এইচ এম ফাহাদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দীর্ঘদিন থেকেই স্কুলটিতে জড়িত আছি। সবাই মিলে টাকা দিয়ে স্কুলটি পরিচালনা করতাম। কিন্তু নাসির উদ্দিন প্রথম সূর্য ফাউন্ডেশন গঠনের মাধ্যমে দীর্ঘদিন থেকে স্বেচ্ছায় কাজ করা স্বেচ্ছাসেবীদের বের করে দিতে চেষ্টা চালায়। দাতা সংস্থার কাছ থেকে আসা অর্থেরও কোনো হিসাব দেয়নি। এমনকি দাতাদের টাকাও সে নিজের কাজে ব্যয় করেছে। এ নিয়ে কথা বলায় সে আমাদের বের করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরাই এখন স্কুলটি পরিচালনা করছি।'

নাসির উদ্দিনকে কি আপনারা বের করে দিয়েছেন? এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'আমরা বের করি নাই। টাকা-পয়সা ও নতুন কমিটি গঠন করতে বলায় সে নিজেই স্কুলটি বন্ধ করেছিল। কিন্তু আমরা আবারও চালু করেছি।'

আরেক স্বেচ্ছাসেবী এইচ এম নাসির কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আগে প্রথম সূর্য হিসেবে থাকলেও স্কুলটির নাম এখন হাসিমুখ করা হয়েছে। স্কুলের নামে অনেক ফান্ড এলেও কোনো হিসাব ছিল না। এটি নিয়ে হিসাব চাইলে নানা কথা বলা হতো। পরে আমরা হাসিমুখ নাম দিয়ে স্কুলটি পরিচালনা করছি।'